দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 16-FEB 2005

স্কুল পর্যায়ে নিম্নমানের সহপাঠ্য পুস্তক

নরসিংদীর শিবপুর হইতে সংবাদদাতা জানান যে, এই উপজেলার স্কুলসমূহে সহপাঠ্য তালিকায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নির্বাচন করা হইয়াছে নিম্নমানের পুস্তক। এমনসব বই শিক্ষার্থীদের কিনিতে বাধ্য করা হয় যেগুলি টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এইসব বইয়ের দামও অস্বাভাবিক রকমের বেশী। গত রবিবার এই সংবাদটি ছাপা হইয়াছে আমাদের পত্রিকায়। প্রসঙ্গত এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে প্রথম শেণী হইতে শুরু করিয়া নবম-দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়ে রহিয়াছে টেক্সট বুক বোর্ডের বই। এর বাইরেও সহপাঠের জন্য কিছু বই নির্বাচন করা যাইতে পারে বলিয়া টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদন দিয়া থাকে। ব্যাকরণ, রচনা, ইংলিশ গ্রামার, দ্রুতপঠন প্রভৃতি সহপাঠ্য পুস্তক বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশকরা বাজারে ছাড়িয়া থাকেন। সেইগুলি হইতে স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের বিবেচনায় সবচাইতে ভাল বই বিভিন্ন ক্লাসের জন্য পাঠ্য করেন। হাইস্কুল পর্যায়ে এই ধরনের সহপাঠ্য বইয়ের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। বোর্ডের মূল বই যেভাবে সাজান হইয়াছে তাহা এখন বেশ আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত হইলেও গ্রামার এবং ফাংশনাল ইংলিশের জন্য উহা যথেষ্ট নয়। বাংলার ক্ষেত্রেও একই কথা। উভয় ক্ষেত্রে সহপাঠ্য পুস্তকের দরকার আছে। দ্রুতপঠন বা ইংরেজী রেপিড রিডার পাঠ্য করা হয় ছেলে-মেয়েদের পাঠ-উন্নয়নের জন্য। দ্রুতপঠনে সাধারণতঃ এমন সব গল্পের সংকলন করা হইয়া থাকে, যেগুলি একই সাথে শিক্ষণীয় এবং সুখপাঠ্য। কাজেই দ্রুতপঠন বা রেপিড রিডারও কোন অপ্রয়োজনীয় পুস্তক নয়। কিন্তু সমস্যা হইল বই নির্বাচন নিয়া। পরিমিতিবোধের অভাবও এইখানে বড় এক সমস্যা।

কেবল শিবপুর বলিয়া কথা নয়, বস্তুতঃ সারা দেশে শহর-গ্রাম নির্বিশেষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য বই নিয়া অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়া চলিয়াছে কমবেশী। মানসম্মত নয়, ভুলে ভরা এবং অতিনিম্নমানের ছাপা-বাঁধাই বই বিভিন্ন স্কুলে সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হইয়া থাকে। আবার অনেক বিদ্যালয়ে, বিশেষ করিয়া শহরাঞ্চলে সহপাঠ্যবই নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্কুল কর্তৃপক্ষ পরিমিতির পরিচয় দিতে পারেন না। অজ্ঞাতকারণে বইয়ের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় ছেলে-মেয়েদের কাঁধে। ঐসব বইয়ের কোন কোনটি কখন ক্লাসে পড়ান হয় না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর জন্য বাংলা, ইংরেজী, সমাজপাঠ, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বোর্ডের প্রমিত পুস্তক থাকার পরেও কোন কোন স্কুলে আরও দশ-এগারোটি বই সহপাঠ্য তালিকাভুক্ত করা হয়। বাংলা মাধ্যমের ক্লাস থ্রির একজন শিক্ষার্থীর জন্য চারটি ইংরেজী বই পাঠ্য করা হইলে, তাহাকে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? উচ্চ বিদ্যালয়ের সংযুক্ত আধা-সরকারী প্রাইমারী স্কুলসমূহে এবং কিন্ডার গার্টেনগুলিতে এইরূপ অনিয়ম-অমিতাচারের প্রবণতা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সিংহভাগ সরকারী মঞ্জুরী দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্কুলেও এইরূপ ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে সমানেই।

অভিযোগ রহিয়াছে যে, কর্তৃপক্ষস্থানীয় একশ্রেণীর শিক্ষক ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে যাচ্ছেতাই সহপাঠ্য বই নির্বাচন করিয়া থাকেন। পুস্তকের মান এবং প্রয়োজন কোনটাই তাহাদের বিবেচ্য নয়। কোন কোন উপজেলা, থানা কিংবা জেলা পর্যায়ের শিক্ষক সমিতির নেতারাও নাকি সহপাঠ্য বই নির্বাচনে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। শিক্ষক সমিতি নিজেদের আওতাধীন সকল বিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন পুস্তকসমূহ পাঠ্য করিয়া দেয়। এই ক্ষেত্রের মানের প্রশ্নটি থাকিয়া যায় উপেক্ষিত।

সহপাঠ্য পুস্তক নির্বাচন নিয়া উপর্যুক্তরূপ কান্ড সুশৃংখল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে না। মোটাদাগে বিচার করিলে এই ধরনের কাজকে খুব বড় ধরনের অনিয়ম হয়তো বলা যাইবে না। কিন্তু মনে রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয় যে, শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর, ছেলে-মেয়েদের নৈতিক পরিপুষ্টি তাহাদেরই যোগাইবার কথা বহুলাংশে। সেই শিক্ষকরাই যদি শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই নিয়া অনিয়মের আশ্রয় নেন, অকারণে বইয়ের বোঝা চাপাইয়া আয়নং বৃদ্ধির চেষ্টায় যদি লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে ছেলে-মেয়েরা সুশিক্ষার জন্য কোথায় যাইবে? কার কাছে যাইবে? বিষয়টি সম্পর্কে আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কার্যকর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। প্রতিটি বিদ্যালয়ের প্রতিটি ক্লাসের সহপাঠ্য বইয়ের তালিকা মূল্যায়নপূর্বক শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে- ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।